بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৪/০১ বৃহস্পতিবার, ১২ রবিউস সানি, ১৪৪২ হিজরী ২৬/১১/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বাংলাদেশের মুসলিমগণ কখনও জেনেবুঝে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে সমর্থন করেনি এবং করবেও না, বরং ধর্মনিরপেক্ষ সকল শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় আসীন হতে কিংবা বহাল থাকতে জনগণের ইসলামী আবেগের উপর ভর করেছে

যখন মুসলিম এবং কাফির ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বিশ্বের মধ্যে সংঘাত এখন চরম তুঙ্গে, এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কাল্পনিক মহত্বের' মুখোশও এখন এর তীর্থস্থানসহ (ফ্রান্স) ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে, তখন হাসিনা সরকারও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রী-উপদেষ্টারা এটা প্রমাণ করতে কোন প্রচেষ্টাই বাদ দিচ্ছেনা যে বাংলাদেশের মুসলিমরা ১৯৭১ সাল হতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করেছে। শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তার পিতা শেখ মুজিবের যে নীতি বাস্তবায়ন ও তা রক্ষার অঙ্গীকার নিয়েছে, তা অনুসরণ করে এখন তার ছেলে ও উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড'-এর এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বলেছে, বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে উপেক্ষা করতে পারে না! শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রী-উপদেষ্টারা এই মুসলিম ভূখণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাফল্যের 'একটি কাল্পনিক আকাঙ্খা' পোষণ করে যার কারণে তারা এসব বেপরোয়া মন্তব্য করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, এদেশের মুসলিমগণ কখনোই জেনেবুঝে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে সমর্থন করেনি, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখেনি, বরং বারবার শাসকগণ তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রকৃত চেহারাকে আড়াল করে ইসলামী আবেগকে ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে।

বাংলাদেশের জনগণ যখন তৎকালীন যালিম ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল তখন বাংলাদেশের তথাকথিত মুক্তিদাতা পশ্চিমা দালাল বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদেরা প্রতারণামূলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে রচিত একটি সংবিধান চাপিয়ে দিয়েছিল, যা এদেশের জনগণ কখনোই জেনেশুনে অনুমোদন করেনি। বরং তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী-বাকশাল শাসনের যুলুম থেকে মুক্তির পর এদেশের আপামর জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি সরকার তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুখোশকে চাতুর্যতার সাথে আড়াল করেছে এবং যখনই জনসমর্থন আদায়ের প্রয়োজন পড়েছে তখনই জনগণের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করতে ধার্মিকতার বেশ ধারণ করে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হয়ে তার ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা আড়াল করতে কুফর ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে "বিসমিল্লাহ্" সংযোজন করে; ১৯৮৮ সালে এরশাদ ক্ষমতায় টিকে থাকতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়, খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন প্রতি রমজানে ওমরা হজ্বে যাওয়ার রেওয়াজ তৈরি করে, এবং শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার আগে মাথা ঢেকে নিজেকে একজন ধার্মিক মহিলা হিসেবে উপস্থাপন করে এবং নির্বাচনী ইশতিহারের মধ্যে ইসলাম-বিরোধী আইন বাস্তবায়ন না করার কথা উল্লেখ করে জনসমর্থন আদায় করার চেষ্টা করে। এমনকি বর্তমান সরকারের অংশীদার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দও এর ব্যতিক্রম নয়, যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বামপন্থী নেতা ও জোট সরকারের মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বায়তুল মোকাররমে জুমু'আর নামাজে অংশ নিতে, কিংবা ২০১৪ সালে তার সহকর্মী আরেক বামপন্থী হাসানুল হক ইনুর সাথে পবিত্র হজ্বে যেতে।

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, এসব দ্বৈত চরিত্রের শাসকগণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফর মতবাদের অনুসারী, যা আল্লাহ্'র প্রদত্ত শারী'আহ্ বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অপসারণ করে ইসলামকে শুধুমাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলে এবং শাসকগোষ্ঠীকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন প্রণয়নে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করে। এবং তারা খুব ভাল করেই জানে তাদের এই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা প্রকাশিত হলে জনগণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তারা ক্ষমতায় আরোহনের প্রয়োজনীয় জনসমর্থন হারাবে। তাই তারা সর্বদা জনগণকে দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, 'ধর্মের' সাথে তাদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু, বাস্তবে তারা সর্বদাই মুসলিমদের ইসলামী অনুভূতিকে কেবল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে

এবং জনগণের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে, যাতে তারা নিজেদের ও কাফির-সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু, এখন যেহেতু ক্ষমতায় থাকার জন্য বর্তমান এই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আপাততঃ জনসমর্থনের প্রয়োজন নেই, তাই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে এধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

হে মুসলিমগণ, এখনই আদর্শ সময়, আপনারা প্রতারণাপূর্ণ এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীকে ছুড়ে ফেলে দিন, যারা চরম দুর্নীতিগ্রস্থ এবং যাদের শাসনব্যবস্থা অন্তঃস্থল থেকে পঁচে গেছে। বিশ্বব্যাপী যখন ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে, তখন এই শাসকগোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে অবস্থান নিতে এবং ইসলাম ও এর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছে না। আপনারা জানেন, এই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এমন একটি প্রকল্প যা বিশ্বব্যাপী চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এটি না পেরেছে কাফিরদের ভূমিতে মুসলিমদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে, কিংবা না পেরেছে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে অমুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান করতে। সুতরাং, এই কুফর ব্যবস্থা নির্মূল ও প্রতারক শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য সত্যনিষ্ঠ দল **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করুন, এবং নবুয়্যতের আদলে প্রতিশ্রুত ২য় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন, যা সকল মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষা করবে সে হোক মুসলিম বা অমুসলিম (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কিংবা এমনকি নাস্তিক)। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি একজন মু'আহিদ (খিলাফত রাষ্ট্রে অবস্থানরত অমুসলিম নাগরিক)-কে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও কোনদিন পাবে না যদিও এর সুগন্ধ ৪০ বছর (যাত্রাপথের) দূরবর্তী স্থান হতেও পাওয়া যায়।" [আল-বুখারী]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ